ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের সংশোধনীর অনুমোদনে টিআইবি'র উদ্বেগ

ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি ২০১১: প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের দুর্নীতি তদন্তে সরকারের পূর্বানুমতির বিধান সম্বলিত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন (সংশোধিত) ২০১০ গতকাল মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, প্রস্তাবিত সংশোধনীটি সংবিধান প্রদত্ত সকল নাগরিকের সমান অধিকারের অঙ্গীকারের পরিপন্থী। অনতিবিলম্বে প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ অপরাপর সংশোধনী প্রস্তাব বস্তুনিষ্ঠভাবে এবং জনমত যাচাই পূর্বক পুনর্বিবেচনা করতে জোর দাবি জানিয়েছে টিআইবি।

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান গণমাধ্যমে এ বিষয়ে আজ প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদের প্রেক্ষিতে এক বিবৃতিতে বলেন:- "দেশে সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকর করার নির্বাচনী অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আপোষহীন অবস্থান জনমনে অনেক প্রত্যাশার জন্ম দিলেও মন্ত্রিপরিষদ গতকাল যে সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন করেছে তা সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বিধৃত ***আইনের চোখে সকলেই সমান*** বিষয়ক মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। অতএব, জনপ্রতিনিধিসহ অন্য সকল খাতের ও পেশার নাগরিকদের তুলনায় সরকারি কর্মকর্তাদের আলাদা মাপকাঠিতে বিবেচনার কোন যুক্তি নেই। অন্যদিকে এর ফলে সরকারের প্রতি দুদকের নির্ভরশীলতা বাড়বে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষমতাকে সংকুচিত করে এর স্বাধীনতাকে খর্ব ও অকার্যকর করে তুলবে। আমরা সংসদের চলমান অধিবেশনে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো বিবেচনার পাশাপাশি জনমত সংগ্রহ এবং দুদকসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ ব্যাতীত প্রস্তাবসমূহ সংসদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন না করার দাবি জানাচ্ছি।"

জনাব ইফতেখারুজ্জামান আরো বলেন- " বাংলাদেশের সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ি কোন ব্যক্তি যাতে অনুপার্জিত অর্থ ভোগ করতে না পারেন সেজন্য রাষ্ট্রীয় প্রয়াসের অঙ্গীকার করা হয়েছে; দুর্নীতি প্রতিরোধ সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার হিসেবে চিহ্নিত ছিল; দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করা হয়েছিল নির্বাচনী ইশতেহারে। জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে সরকার এই কমিশনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ, সেই লক্ষ্যে সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর উক্ত কনভেনশনের অঙ্গীকারপূরণে কৌশলপত্র গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে কমিশনকে কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এতদসত্ত্বেও প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদিত হওয়া একদিকে হতাশাব্যঞ্জক, অন্যদিকে জনগণের কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকার থেকে পিছু হঠার দুর্ভাগ্যজনক প্রমান।"

উল্লেখ্য, বিগত ২৬ এপ্রিল ২০১০ সালে মন্ত্রিপরিষদের সভায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত হওয়ার প্রতিবাদে টিআইবি দেশব্যাপী এক প্রচারাভিযান পরিচালনা করে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকাসহ দেশব্যাপী মানববন্ধন, প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষের স্বাক্ষর, মুঠোফোনে ক্ষুদে বার্তা এবং অনলাইনে আবেদন সংগ্রহ করে। এইসকল কর্মসূচির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীসহ সকল সংসদ সদস্যের বরাবরে ১৩ দফা দাবি সম্বলিত একটি পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া ১-৫ জুলাই ২০১০ এ দেশব্যাপী টিআইবি পরিচালিত এক জনমত জরিপে প্রায় ৯৭ ভাগ উত্তরদাতা দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি স্বাধীন ও কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন:- " টিআইবি'র গত বছরের পরিচালিত প্রচারাভিযান থেকে এটি সুস্পষ্ট ছিল যে দুদক আইন সংক্রান্ত সরকারের পূর্বের সংশোধনী জনগণ সমর্থন করেনি। একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীর জনমতকে উপেক্ষা করা এবং এবারের প্রস্তাবিত সংশোধনী আনয়নে দুদকসহ অন্য স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত না করা গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ঘাটতির উদাহরণ।"

তিনি দুদকের দায়বদ্ধতা রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে সংসদের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে প্রতিষ্ঠানটির দায়বদ্ধতা জাতীয় সংসদের সকল দলের সমান প্রতিনিধিত্বশীল একটি বিশেষ কমিটির ওপর ন্যাস্ত করার দাবি জানান। দুদকের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করে সরকার দেশের আপামর জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

গণমাধ্যম যোগাযোগ

রিজওয়ান-উল-আলম
পরিচালক-আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
ই-মেইল: rezwan@ti-bangladesh.org
ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১২